দামুড়হুদায় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য লাগামহীন বৃদ্ধি, হতাশায় খেটে খাওয়া মানুষ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ালগাছি ইউনিয়নের স্বল্প আয়ের খেটে খাওয়া মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় এরাই পড়েছে সবচেয়ে বড় বিপাকে।

চাউল আটা থেকে শুরু করে ভোজ্য তৈল, পেয়াজ, রসুন, সবজি, লবণ সহ সব কিছুরি মূল্য আকাশ চুম্বি। সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলেগেছে।

যে মোটা চাউলের দাম ২৮ টাকা ছিলো আজকে তা ৩৮ টাকা যে আটার দাম ২২ টাকা ছিলো তা হয়েছে ৩০ টাকা। এমনটাই যদি হয় তাহলে এই প্রান্তিক মানুষ গুলো না খেয়ে থাকা ছাড়া কনো পথ নেই।

মাছ মাংস সবজির কথা বাদ দিলেও ডাল ও পেয়াজের দাম আকাশ ছোঁয়া।

কিন্তু সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা ভ্যান চালক রিকশা চালক অটো চালক দিন মজুর তথা যারা দিন আনা দিন খায় এরা হতাশার সাগরে ভাসছে।

কয়েকজন এর কাছে বলতে শুনেছি, এইভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে না খেয়ে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে করোনাভাইরাস এ আক্রান্ত হয়ে মরে যাওয়া ভালো। কারণ কাজ কর্ম নেই বাহিরে সাভাবিক ভাবে চলা ফেরা করা যাচ্ছে না, আয় রোজগার বন্ধ কিন্তু বাজারে সব কিছুর দাম আকাশ ছোঁয়া এমনটাই যদি হয় তাহলে আমাদের বেচে থাকার আশা ভরসা কোথায়।

দেশের আইন কানুন ও কি করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে?

বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে অহরহ প্রচার হচ্ছে দেশের এই সংকটময় অবস্থায় দ্রব্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য।

কিন্তু কে কার কথা শনে। কথায় বলে মনে মনে শেখ ফরিদ বগোলে ইট, এই অশাধু ব্যবসায়ীদের সরকারি বেসরকারি ভাবে যতই নিষেধ করা হোক না কেনো তাদের ব্যবসা তারা তাদের মতই করে চালিয়ে যাচ্ছে তারপরেও এই

ভাগ্যে বঞ্চিত মানুষ গুলো চাতকের মত চেয়ে আছে।

অবিলম্বে এই লাগামহীন দ্রব্যে মূল্যর বিরুদ্ধে আইনি প্রনোয়ন করে প্রদক্ষেপ গ্রহন করা হোক।

চুয়াডাঙ্গায় ডগ স্কয়াডে বিজিবি’র অভিযান

চুয়াডাঙ্গার মুন্সিপুরে বিজিবি ডগ স্কয়াড দিয়ে চোরাচালান বিরোধী অভিযান অব্যহত রেখেছে।

শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিট থেকে সন্ধা ৬:০০ পর্যন্ত এই চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় বিজিবি ডগ স্কয়াড।

তবে কাউকে আটক বা অবৈধ কোন কিছি উদ্ধার করতে পারিনি।

মুন্সিপুর বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডারের নেতৃত্বে নায়েক শাহ আলম সঙ্গীয়ো ফোর্স নিয়ে কার্পাসডাঙ্গা কবর স্থান মোড়ে এই চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন।

তাদের এই চোরাচালান বিরোধী অভিযান পরিচালনা দেখে চোরাচালান কারীদের ভিতরে কিছুটা আতংঙ্ক বিরাজ করলেও বিকল্প পথ অবলম্বন করছে তারা।

দামুড়হুদায় মোটরসাইকেল-ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষে এস আই নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মিল্টন সরকার সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

রবিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে দামুড়হুদার ওদুদ শাহ কলেজের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলেই মারা যান এসআই মিল্টন।

দামুড়হুদা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) জাহাঙ্গীর কবির জানান, রাত সাড়ে ৯টার দিকে একটি মোটরসাইকেলে করে এসআই মিল্টন সরকার দামুড়হুদা থেকে দর্শনার দিকে যাচ্ছিলেন। ওদুদ শাহ কলেজের সামনে পৌছুলে বিপরীত দিক থেকে আসা ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে তিনি ঘটনাস্থলে নিহত হন।

নিহত মিল্টন সরকারের বাড়ি বরিশাল বিভাগে। লাশ উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল নেওয়া হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

মাথাভাঙ্গা ও চিত্রানদীর খাল খনন বন্ধ করলো কৃষকরা

মাথাভাঙ্গা ও চিত্রা নদীর সংযোগ খাল খনন প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃষকদের বাঁধার মুখে খাল খনন বন্ধ হয়ে গেছে। গত শুক্রবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দুধপাতিলা ও দোস্ত গ্রামের কৃষকরা খনন কাজ বন্ধ করে দেন।

গত শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে এলাকার কৃষকদের আয়োজনে দুধপাতিলা ও দোস্তের মাঠে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে খাল খনন কার্যক্রম বন্ধ ঘোষনা দিয়েছেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে কৃষকদের পক্ষে ৪টি দাবী তুলে ধরে চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের সাবেক পিপি ও লোকমোর্চার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন বলেন, কৃষকদের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে, বিনা নোটিশে খাল খনন করা জমির ফসলের ক্ষতি পূরণ দিতে হবে, সিএস, এস এ ও আর এস রের্কডে কৃষকরা জমির মালিক তাদের ন্যায্যতা দিতে হবে এবং যদি খাল খনন করতেই হয় তাহলে খননকৃত খালের পূর্বপাশে মাঠের ফসল বহনের জন্য রাস্ত করে দিতে হবে।

এছাড়া সংবাদ সম্মেলনে কৃষক আফসার আলী মাস্টর, যুবলীগ নেতা বিপ্লব, আসিক করিম (অকুল) ও মেম্বর মহিউদ্দিন আরো দাবী করেন খাল খননের পক্ষে পানি উন্ন্য়ন বোর্ড ও ভুমি কমিশনাসহ কেউ তাদের খাল খননের নকশা দেখাতে পারেনী। আদৌও মাথাভাঙ্গা ও চিত্রা নদীর সংযোগ খাল ছিলো কি না তার কোন নকশা খননকারীরা কৃষকদের দেখাতে পারেনি। ফলে শত শত মানুষ খাল খনন বন্ধ করে দেয় দুই গ্রামেবাসীর কৃষকরা।

কৃষকরা খাল খননের এক্সাভেটর (ভেকু মেশিন) বন্ধ করে দিয়ে কর্তপক্ষের সাথে গ্রামবাসীর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে বলে ঘোষনা দেয় জমির মালিকেরাসহ গ্রামবাসী।

খাল খননের আওতাধীন জমির মালিকেরা অভিযোগ করে বলেন, দির্ঘদিন ধরে পৈত্যিকসূত্রে ও ক্রয়সূত্রে এ সকল জমির মালিক তারা। সংশ্লিষ্ট ভুমি অফিসে এসকল জমির নিয়মিত খাজনাও প্রদান করা হয়। এছাড়া এসকল জমির ক্রয় ও বিক্রয়ের সময় সরকার রেজিষ্ট্রিশন বাবদ টাকাও কেটে নিচ্ছে। যেহেতু সংশ্লিষ্ট ভুমি সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যেমন নিয়মিত খাজনা ও রেজিষ্ট্রিশন ফি দিয়ে আইন অনুযায়ী তারা মালিক। সেহেতু জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়া আইন বহির্ভূত কর্তৃপক্ষের খাল খনন করা সম্পূর্ন আইন বিরোধী বলে জানান এসকল জমির মালিকেরা।

এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা লোকমার্চার সভাপতি ও উকিল বারের সাবেক সভাপতি অ্যাড. আলমগীর হোসেন বলেন, চিত্রা নদী খননে সরকার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে আমরা কেউ সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু নদী খননের আওতাধীন যে ব্যাক্তি মালিকানা জমিগুলি রয়েছে সেগুলো সরকার নিতে পারে। তার জন্য ঐসকল জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আইন রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমাধান ছাড়া আমরা (গ্রামবাসী) আর একফুট জমি কাটতে দেবনা। প্রয়োজনে আমরা মানববন্ধন করব। আমরা সকলে আইনকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে শান্তিপূর্ন পরিবেশে আইনের মাধ্যমে এ সমস্যার মোকাবেলা করবো। আইনকে কেউ হাতে তুলে নেবেন না।

এর আগে ১৮ ডিসম্বর ২০১৯ তারিখ দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের বড়দুধ পাতিলা গ্রামের মোহাম্মদ আলীর ছেলে গোলজার আলী এ খাল খননের আওতাধীন একটি জমির মালিক হওয়ায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধি ১৪৫(১) ধারায় মামলা দায়ের করে।

এ মামলায় আদালত পরবর্তি ধার্যকৃত দিন ২৬/২/২০২০ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসকে সরোজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেন দাখিল করার আদেশ দিয়েছেন। আদালত কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা না করে উভয় পক্ষকে শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় অনুলিপি প্রদান করেছে। আদালতের আদেশ অমান্য করে আইন বিরোধী কোন কর্মকান্ড করলে অমান্য কারির বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের নোটিশ প্রদান করেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী প্রকৌশলী জাহেদুল ইসলাম বলেন, আমরা আদালত সকলের উর্ধে নয়। খাল খননের আওতাধীন অনেক জমির মালিক আদালতে মামলা করে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আসছে। আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে প্রত্যেক ঠিকাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে খাল খননের আওতাধীন কোন জমি নিয়ে যদি আদালতে মামলা থাকে তাহলে ঐ সকল জমি আদালতের স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত খনন করা যাবে না।
এ বিষয়ে খননকৃত কাজের ঠিকাদার সেলিমের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করলে মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ

ভারতে পাচারের সময় চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় দুই রোহিঙ্গা নারী ও দালাল সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করেছে পুলিশ। শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগি বাজার থেকে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- কুতুপালং ৬ নম্বর ক্যাম্পের মাঝি (ক্যাম্পের প্রধান) আমির হোসেনের মেয়ে জুবাইরা খাতুন (২০), বালুখালি ২৬ নম্বর ক্যাম্পের ইসমাইল হোসেনের মেয়ে আনোয়ারা খাতুন (১৮), বরিশাল জেলার বাগদা গ্রামের ফজর আলীর ছেলে জাকির হোসেন (৪২) ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে নাফিজ সাদিক (২৫)।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) জাহাঙ্গীর কবির জানান, দুই রোহিঙ্গা যুবতীকে ভারতে পাচার করা হচ্ছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দামুড়হুদার ডুগডুগি বাজারে অভিযান চালায় পুলিশ।

সেখানে একটি ইজিবাইকের মধ্যে থাকা ওই দুই রোহিঙ্গা যুবতী ও দুই দালালকে আটক করা হয়। দামুড়হুদা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ওই দুই যুবতীকে ভারতে পাচার করার জন্য তাদের আনা হয়েছে বলে ধারণা পুলিশের।

ওসি (তদন্ত) আরো জানান, আটককৃতদের থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তদন্ত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেপ্র/আরপি

দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল সহ ১ জন গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে মো: আব্দুল আলিম সাগর (২০) কে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ গ্রেফতার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামী চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা থানার জয়নগর (স্কুলপাড়া) পিতা মো: আজিজুল হকের ছেলে।

পুলিশ জানায় গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে এগারো সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দর্শনা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ আই জি ব্যাচ প্রাপ্ত (ইন্সপেক্টর) শেখ মাহাবুবুর রহমান এর নেতৃত্বে, অফিসার এ এস আই মারুফ এবং সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দর্শনা শ্যামপুর পাইপঘাট ইটের রাস্তার উপর হইতে ২০ বোতল ফেনসিডিল সহ মো: আব্দুল আলিম সাগর
(২০) কে আটক করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামীর রিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদক মামলা

দায়ের করা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙ্গা নদীতে অবৈধভাবে মাছ শিকার

চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রবাহমান মাথাভাঙা নদীতে সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে অবৈধভাবে মাছ ধরা অব্যাহত রয়েছে।

সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কোমড় দিয়ে মাছ ধরছে ওদের খুটির জোর কোথায় সচেতন মহল মন্তব্য করছে আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা কি এ বিষয়টি কি ভুলে গেছে। তানাহলে কোন সাহসে কীসের জোরে এই অবৈধ্য কর্মকাণ্ড অব্যাহত রেখেছে যা সর্ব স্তরের জনগনের প্রতিবাদের ভাষা আইন প্রয়োগ কারী সংস্থার হাত কী এতই দূর্বল।

ইতি পূর্ব কয়েকবার উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা দাঁড়িয়ে থেকে এ কোমড়ের ডাল উঠিয়ে দিয়ে গেছে তার পরেও বার বার এই ধরনের অবৈধ কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এই ধরনের অপকর্মের যদি প্রতিহত করা না যায় এর কুফল আমাদেরি ভোগ করতে হবে। নদী হারাচ্ছে তার নাব্যতা। বিলুপ্তি হচ্ছে দেশীয় প্রজাতির মাছ।

অবিলম্বে এই ধরনের অপকর্মে প্রতিহত না করতে পারলে আমাদের নদী গুলোর সর্বশেষ ঔতিহ্য হারিয়ে যাবে যা এলাকার সচেতন মহলের ধারণা বিষয়টি অবিলম্বে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদার্ত আহব্বান জানিয়েছে সচেতন মহল সহ সর্বস্তরের জনগণ।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মুনিম লিংকন বলেন, এ সকল অবৈধ্য বাধ অপসারণ করা হবে।

মেপ্র/ আরপি

লোকনাথ পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের লোকনাথ পুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় ও নবীনদের বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জ্ঞানে অন্মষনে, নতুনের আগমনে, এসো আজ শপথ করি, শিক্ষায় জীবনগড়ি।

এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে স্কুল চত্বরে প্রধান শিক্ষক কানিজ ফাতিমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন লোকনাথ পুর সহ শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি এস এম জাহিদ হাসান (জনি শাহ্)।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি মহিদুল হক, জিল্লুর রহমান, টিপু সুলতান, সামপান শাহ, জাহাঙ্গীর হোসেন, আজগার আলী, জাহিদ হোসেন ও চামেলি খাতুন।

এ সময় প্রধান অতিথি বলেন স্বপ্ন ছুঁতে লেখাপড়ায় ভাল ফলাফলের কোনো বিকল্প নেই। ভালো ফলের জন্য এক মিনিট সময়ও নষ্ট করা যাবে না। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন মো: এলাহী ব্ক্স।

মেপ্র/ আরপি

দামুড়হুদায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কুনিয়া গ্রামে ডিএসবির তথ্যর ভিত্তিত্বে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গতকাল বুধবার সকালে ডিএসবির এ এস আই আরজ গোপন সংবাদে জানতে পারে কুনিয়া গ্রামের আবু বক্করের ছেলে রফিকুলের ভুট্টাক্ষেতে একটি মুখ বন্ধ বস্তা পড়ে আছে।

বিষয়টি দ্রুত ডিএসবির এ এস আই আরজ ডিএসবির শাখার উদ্ধতন কর্মকর্তা সহ দামুড়হুদা মডেল থানাকে বিষয়টি অবহিত করলে। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসের নেতৃত্বে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে বস্তার ভিতরে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ৮৫ বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করে।

ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় ডিএসবির এ এস আই আরজ ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ সুকুমার বিশ্বাসকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী সহ সচেতন মহল।

মেপ্র/ আরপি

দামুড়হুদার বড় বলদিয়া স্কুল এ্যান্ড কলেজে বিদায় ও নবীন বরণ অনুষ্ঠান

দামুড়হুদা উপজেলার বড় বলদিয়া স্কুল এ্যান্ড কলেজে বিদায় ও বরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০ ঘটিকার সময় দর্শনা পৈারসভার চেয়ারম্যান মতিয়ার

রহমানের সভাপতিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব আলি মুনসুর বাবু।

বিশেষ অথিতি ছিলেন গুলাম রহমান অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাবিবউল্লাহ আওয়ামী লীগ নেতা বরকত আলী, সিরাজুল ইসলাম, ইউসুফ আলী, লিয়াকত আলী, তক্কেল আলী, জিয়া উদ্দিন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মজিবার রহমান।

মেপ্র/ আরপি